দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR 17 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

558

ইকবাল হাসান নান্টু ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ডাকে গতকাল (মঙ্গলবার) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর কোলাহলে মুখরিত ক্যাম্পাস গতকাল ছিল ছাত্রছাত্রীশূন্য। পুলিশ দল ক্যাম্পাসে অলস সময় কাটায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বাস ভাঙচুর

প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে ঢাকা ভার্সিটিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত

ইনকিলাব ঃ গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদে প্রবেশের সময় পুলিশ তল্লাশি করে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনের প্রতিবাদে গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আহূত এই ধর্মঘট চলাকালে প্রধানমন্ত্রী টিএসসিতে বঙ্গবন্ধু চেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে ঐ অনুষ্ঠান চলাকালে ক্যাম্পাস ছিল ছাত্র-ছাত্রীশূন্য। কর্তৃপক্ষ বেলা ১২টা পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করলেও গতকাল কোন ক্লাসই অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের আনতে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বাস নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ভাঙচুর হয়েছে। এতে ৫ জন ছাত্র ও ১ জন ড্রাইভার আহত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্র হত্যাকারী, সন্ত্রাসী, ছ-

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

...শ্রয়দাতা ... বিশ্ববিদ্যালয়ে ...মনের প্রতিবাদে সর্বাত্মক ...আহ্বান করে। ধর্মঘট অকার্যকর করতে ভাইস চ্যান্সেলর নিজে সকালে কলা ভবনে গিয়ে গেট খুলে দেন। কিন্তু কোন ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাসে যায়নি। প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশ নিতে যেসব ছাত্রদল কর্মী ক্যাম্পাসে যাবার চেষ্টা চালায় তাদেরকে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ তাদের পরিচয়পত্র ও দেহ তল্লাশি করে। বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করা হয়। ক্যাম্পাসের বাইরের ছাত্রদের আনতে কর্তৃপক্ষের পাঠানো ৬টি বাস ছাত্রদল কর্মীরা ভাঙচুর করে। পুলিশ দিয়ে এই বাসগুলো চালানোর চেষ্টা করা হলে ছাত্রদল কর্মীরা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে বাসগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রামপুরা রুটের 'শ্রাবণ', পোস্তগোলার 'উল্লাস', আদমজীর 'মৈত্রী', নারায়ণগঞ্জের 'আনন্দ', মোহাম্মদপুরের 'তরঙ্গ' ও কমলাপুরের 'কিঙ্কিত' নামের বাসে এই হামলা হয়। সায়েদাবাদ ব্রিজের কাছে নারায়ণগঞ্জ, আদমজী ও পোস্তগোলা রুটের বাসগুলো ভাঙচুর করা হয়। পরে পুলিশ সেগুলো উদ্ধার করে।

এদিকে ধর্মঘট চলাকালে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও জাসদ ছাত্র লীগ প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পরে এক সমাবেশে ছাত্র লীগ নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জাসদ ছাত্র লীগের আহবায়ক ওবায়দুর রহমান চুন্নু, যুগ্ম আহবায়ক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক শামীম আহছান চৌধুরী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে, মুজিববাদী ছাত্র লীগ টিএসসি চত্বরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে মিছিল করে। ছাত্রদল কলাভবন এলাকায় মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলা চত্বরে সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালনের মাধ্যমে ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রীর ক্যাম্পাসে আগমনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আওয়ামী ভিসি আজাদ চৌধুরী ধর্মঘট বানচালের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা ভিসির পদত্যাগ এবং গত ৭ মার্চ ক্যাম্পাসে ছাত্রী মিছিলে হামলার বিচার দাবী করে বলেন, অন্যথায় ছাত্রদল লাগাতার ধর্মঘট ডেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দিবে। তারা বলেন, ছাত্র হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারের পতন ঘটানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসিরুদ্দীন আহমদ পিন্টু, সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর এলাহী, মোজাফফর হোসেন জাকির, হেলেন জেরীন খান, এস এম নুরুজ্জামান, রফিক সিকদার, আ ক ম মোজাম্মেল হক, মাহবুবুল হক নান্নু, এ বি এম মোশারফ হোসেন, রেহানা আক্তার রানু, সুলতান সালাহউদ্দীন টুকু, এম এ হাশেম রাজু, আনসার আলী খান জয়, আবদুল বারী ড্যানী, ফরহাদ হোসেন আজাদ, শামসুজ্জামান মেহেদী, আসাদুজ্জামান আসাদ, শহীদুল ইসলাম বাবুল প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, শেখ হাসিনাকে ভবিষ্যতে আর ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে আসতে দেয়া হবে না। ক্যাম্পাসে আসার চেষ্টা ছাত্রদল কঠোরভাবে প্রতিরোধ করবে।

ছাত্রদল নেতার মুক্তি

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সদস্য আবু ফতেহ মোঃ জাহিদ ইকবাল দীর্ঘ ১৫ মাস কারাভোগ শেষে সোমবার মুক্তি পেয়েছেন। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ তাকে কারামুক্তিতে অভিনন্দন জানান।